রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, নভেম্বর ১, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৩ কার্তিক ১৪২৭/২৯ অক্টোবর ২০২০

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.১৯.২৫৫–গত ১৬ অক্টোবর ২০২০ তারিখে প্রকাশিত 'বিশ্ব ক্ষুধা সূচক-২০২০' অনুযায়ী ক্ষুধা নিবারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নয়ন-দ্রুতগামিতার প্রবল প্রভাব অধিকতর পরিলক্ষিত হয়েছে — দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত ও পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। ২০২০ সালের বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ১০৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৭৫তম। অন্যদিকে এই সূচকে পাকিস্তানের অবস্থান ৮৮তম ও ভারতের ৯৪তম। গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স (জিএইচআই)-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের এবারের স্কোর ২০ দশমিক ৪। গত বছর ১১৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৮৮তম, যেখানে পাকিস্তানের অবস্থান ছিল ৯৪তম এবং ভারতের ছিল ১০২তম।

২। 'বিশ্ব খাদ্য সূচক ২০২০'-এ অসামান্য অর্জন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও সুসংহত করেছে। এই প্রেক্ষাপটে, 'বিশ্ব খাদ্য সূচক ২০২০'-এ বাংলাদেশের অবস্থান উন্নততর হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ০৩ কার্তিক ১৪২৭/১৯ অক্টোবর ২০২০ তারিখের বৈঠকে একটি অভিনন্দন প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত অভিনন্দন প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

০৩ কার্তিক ১৪২৭

ঢাকা: ----------

১৯ অক্টোবর ২০২০

গত ১৬ অক্টোবর ২০২০ তারিখে প্রকাশিত 'বিশ্ব ক্ষুধা সূচক-২০২০' অনুযায়ী ক্ষুধা নিবারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নয়ন-দ্রুতগামিতার প্রবল প্রভাব অধিকতর পরিলক্ষিত হয়েছে — দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত ও পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। ২০২০ সালের বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ১০৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৭৫তম। অন্যদিকে এই সূচকে পাকিস্তানের অবস্থান ৮৮তম ও ভারতের ৯৪তম। গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স (জিএইচআই)-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের এবারের স্কোর ২০ দশমিক ৪। গত বছর ১১৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৮৮তম, যেখানে পাকিস্তানের অবস্থান ছিল ৯৪তম এবং ভারতের ছিল ১০২তম।

উল্লেখ্য, খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা আয়ারল্যান্ডভিত্তিক কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ও জার্মানভিত্তিক 'ওয়েলথ হাঙ্গার লাইফ' যৌথভাবে বিশ্ব ক্ষুধা সূচক প্রকাশ করে থাকে। এক্ষেত্রে তারা — অপুষ্টি, খর্বাকৃতি শিশুর সংখ্যা, কৃশকায় বা শীর্ণকায় শিশু ও শিশুর মৃত্যুর হার — এ চারটি মাপকাঠি বিবেচনা করে। বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ক্ষুধার মাত্রাকে ভাগ করা হয় সহনীয়, গুরুতর ও ভীতিকর এই তিনটি ক্যাটাগরিতে। 'বিশ্ব ক্ষুধা সূচক' অনুসারে ১০০ পয়েন্টের পরিমাপক স্কেল রয়েছে, যেখানে শূন্য সূচিত করে সর্বোচ্চ অবস্থান। উক্ত স্কোরে কোনো দেশের শূন্যপ্রাপ্তি, সে দেশে কোনও মানুষ অনাহারে নেই মর্মে প্রতিভাত করে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের কৃষি খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, পুষ্টি-উপাদান-সমৃদ্ধ শস্যের সম্প্রসারণ; পুষ্টিসেবা কর্মসূচির ক্রমাগত সাফল্য; প্রয়োজনীয় ভিটামিন, আয়রন, ফলিক এসিড প্রদান কার্যক্রমের ফলপ্রসূতা; আয়োডিন সংমিশ্রণ কার্যক্রমের জোরালো ভূমিকা, শিশু স্বাস্থ্যসেবার মান-উন্নয়ন সার্বিকভাবে দেশের ক্ষুধা ও পুষ্টি ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং 'বিশ্ব ক্ষুধা সূচক-২০২০'-এর নির্ণায়ক উপাদানসমূহকে কার্যকরভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী দেশের টেকসই উন্নয়নে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় সরকারের বিভিন্ন সেবা পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তাঁর অক্লান্ত প্রয়াসে বাংলাদেশে অতি দরিদ্রের হার এখন নগণ্য। ক্ষুধাপীড়িত লোকসংখ্যা অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ে রয়েছে যা ক্রমহ্রাসমান। দেশে ক্ষুধার হার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে জাতিসংঘ ২০৩০ সালের যে লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছে, তা পূরণ করার জন্য সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। খাদ্য ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ, স্বাস্থ্যকর ও পরিবেশবান্ধব করে গড়ে তোলার জন্য সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। সবার জন্য পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত করতে সরকার সদা সচেষ্ট। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিষয়টিকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও সকল নাগরিকের নিকট খাদ্য পৌঁছানোর জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

মন্ত্রিসভা মনে করে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ ও সুদক্ষ নেতৃত্বের ফলেই 'বিশ্ব খাদ্য সূচক ২০২০'-এ বাংলাদেশের অবস্থানের অগ্রগমন সম্ভব হয়েছে। মন্ত্রিসভা আশাবাদ ব্যক্ত করে যে, এর প্রাগ্রসরতা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। 'বিশ্ব খাদ্য সূচক ২০২০'-এ অসামান্য অর্জন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও সুসংহত করেছে। এই প্রেক্ষাপটে, 'বিশ্ব খাদ্য সূচক ২০২০'-এ বাংলাদেশের অবস্থান উন্নততর হওয়ায় মন্ত্রিসভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd